‘ফিফার অতি গোপনীয় কথা বলতে পারি না’

সংবাদমাধ্যম এগিয়ে গেলেও কাজী সালাহউদ্দিন লুফে নেন না। দেশের এমন সেলিব্রেটি হয়েও অন্যদের মতো প্রচারের স্রোতে গা ভাসান না। নিজেকে আড়ালে রাখতে গিয়ে সঠিক তথ্যটা আড়ালেই পড়ে গেছে বহুবার। একটু ভিন্নতা এসেছে এবার।

সম্প্রতি ফিফায় বাফুফের সাধারণ সম্পাদক আবু নাইম সোহাগসহ চারজনের যাওয়ার ব্যাপারে নানা সমালোচনার গুঞ্জন ডালপালা মেলেছিল। সমালোচনার তীর ছিল বাফুফের সভাপতি সালাহউদ্দিনের দিকে। গতকাল বিকালে অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় সালাহউদ্দিন দাবি করলেন ফিফায় যারা গিয়েছেন তাদেরকে কি কারণে ডাকা হয়েছে তার কিছুই তিনি জানেন না।

সালাহউদ্দিন বললেন, ‘ফিফার অতি গোপনীয় কথা বলতে পারি না। পরিষ্কার লেখা ছিল কনফিডেন্সিয়াল। আমি যদি জিজ্ঞেস করি তাহলে ফিফার চোখে আমি বিপদে পড়ব। ফিফা যাদের নামে চিঠি দিয়েছে তাদের সঙ্গেই কথা বলেছে। তারপরও আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম সোহাগকে। সেও আমাকে কিছু বলেনি। এখন কথা হচ্ছে যাদের নামে চিঠি এসেছে তাদের বাইরে এ বিষয়টা কারোরই জানার কথা না। নিশ্চয়ই এদের মধ্য থেকে কেউ প্রকাশ করেছে।’

সোহাগ বললেন, ‘আমরা অনুমান করছি কার কাছ থেকে খবর বেরিয়েছে।’ শুনেই সালাহউদ্দিন বললেন, ‘আমি অনুমান করতে পারছি না। যিনি প্রকাশ করেছেন তিনি ক্রাইম করেছেন।’

সালাহউদ্দিন বললেন, ‘ফিফা এখন এই সব নিয়ে ভাবছে। তারাও বিভিন্ন কমপ্লায়েন্স নিয়ে আছে। একবার বলছিল দুই বছর পর পর বিশ্বকাপ আয়োজন করবে, সেটি পারেনি।

আরেক বার বলল, লিগ চালু করবে, সেটাও পারেনি। কোনো ফেডারেশনে কি হয়েছে সেটা নিয়ে ভাবছে। এমন তালিকায় ৪০ দেশ রয়েছে। যারা ফিফার ফান্ড গ্রহণ করে তাদেরকে ফিফার ডাকে দৌড়াতে হচ্ছে। ইউরোপের অনেক দেশ ফান্ড নেয়ও না, দৌড়াতেও হয় না।’

সালাহউদ্দিন চাইছেন যতক্ষণ না পর্যন্ত ফিফা প্রকাশ না করছে তা

নিয়ে আমরাও কোনো কিছু বলতে পারব না।

গোটা পৃথিবী সেপ ব্ল্যাটার এবং মিশেল প্লাতিনির বিষয়ে প্রকাশ করা হলে তখন তাদেরকে চোর চোর বলে গাল দেওয়া হলো। সেই খবর সব জায়গায় বড় করে প্রচার হলো। ফিফা যখন ব্ল্যাটার এবং প্লাতিনিকে ক্লিয়ার করে দিল সেই খবর কয়জন জানলো। পত্রিকায় একবার পড়লাম ফুটবলার এমবাপ্পে ৩০০ মিলিয়ন ইউরোতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। আজ একই পত্রিকায় পড়লাম ১০০ মিলিয়ন ইউরোতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন এমবাপ্পে।

জেমি ডে বকেয়া পাচ্ছে না কেন?

বাফুফে সভাপতি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন তার পাওনা দিতেই হবে। আমরা তাকে রাখিনি। বকেয়া যা আছে সেটা পাঠাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে। ৮৬ হাজার ডলার সঙ্গে আরো কিছু যোগ হয়েছে। এই ডলার পাঠাতে হলে সরকারি অনুমোদনের প্রয়োজন হয় এবং সেটি ধাপে ধাপে এগিয়ে যায়। পৃথিবীর ৯০ ভাগ কোচ যাওয়া-আসার মধ্যেই থাকে।’

সালাহউদ্দিন বললেন,‘ জেমির কারণে ফান্ড ব্লক করেছে সে রকম চিঠি পাইনি। জেমির সঙ্গে দুই বছরের জন্য চুক্তি করেছিলাম। কিন্তু জেমি বছরের বেশির ভাগ সময় লন্ডনে থাকবে। তাকে আনতে গেলে সে আসতে চাইবে না। এটা তো হয় না।’

বিদেশি কোচ নিয়োগ থেকে বেরিয়ে আসা যায় কি না? সালাহউদ্দিন বললেন, ‘দেশি কোচদের দিয়ে চেষ্টা কম হয়নি। যাকেই দায়িত্ব দিয়েছি সে তো রেজাল্ট দিতে পারেনি।’ যেসব দেশি কোচকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাদের অনেকের নাম উল্লেখ করেন সালাহউদ্দিন।

৬০ ভাগ ফুটবলারই আনফিট

জাতীয় দলে নেওয়া যেতে পারে এমন ফুটবলার খুঁজতে দেওয়া হলে সালাহউদ্দিন কীভাবে বাছাই করবেন। তিনি বললেন, ‘লিগের খেলা দেখলে বুঝা যায় ৬০ ভাগ ফুটবলার আনফিট। জাতীয় দলে খেলার মতো ফিটনেস নেই। খেলোয়াড়রা ক্লাবে থাকেন। সেখান থেকেই গড়ে উঠবেন। কিন্তু এখানে সেটা নেই। খেলোয়াড়রা বছর জুড়ে ক্লাবের কাছে থাকে। তারা তাদের মতো করে ফুটবলারদের গড়ে তুলছেন। আমার কাছে বাজেট থাকলে আমি টাকা খরচ করে ফুটবলার নিয়ে রাখতাম, জাতীয় দলের জন্য।

দুই একটি ক্লাব সঠিকভাবে কাজ করছে। আমরা যেমন মেয়েদেরকে এক

জায়গায় রাখছি। ক্লাবের ফুটবলারদের নিয়ে সেভাবে পরিকল্পনা করতে পারছি না। যেটা পারছি মেয়েদের নিয়ে। তাহলে ছেলেদের ফুটবলে রেজাল্ট পাব কীভাবে। ইউরোপের ক্লাবগুলো পেশাদার প্রথায় চলে। তারা সেভাবে খেলোয়াড়দের গড়ে তুলছে। জাতীয় দলে আসলে কোচ শুধু খেলার ছকটা দেখিয়ে মাঠে নামায়। আমাদের এখানে দুই একটা ক্লাব ছাড়া নিজেদের মাঠও নেই।’

প্রিমিয়ার লিগের মান

লিগের মান নিয়ে অসন্তোষ আছে বাফুফে সভাপতির। ক্লাবগুলো সেভাবে অবকাঠামো তৈরি করতে পারেনি। ক্লাব ফুটবলের স্ট্যান্ডার্ড কমলে জাতীয় দলের ব্যর্থতাও বেড়ে যাবে। এখন দেখবেন এক তরফা লিগ হচ্ছে। দুই-একটা ক্লাব ট্রফি জয় করছে। অন্যান্য ক্লাব যদি শক্তিশালী দল না গঠন করে তাহলে লিগের মান বাড়বে না। খেলোয়াড়দের মান বাড়বে না। তার পরও বলব দক্ষিণ এশিয়ার লিগের তুলনায় ভালো।’

সূত্র: ইত্তেফাক

আগামীকাল আসছেন ‘হেডমাস্টার’ হাথুরু

অনেক জল্পনা-কল্পনা চন্ডিকা হাথুরুসিংহকে দ্বিতীয় মেয়াদে বাংলাদেশ দলের প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। দুই বছরের চুক্তিতে টাইগারদের দায়িত্ব নিতে সোমবার (২০ ফেব্রুয়ারি) ঢাকায় আসছেন শ্রীলঙ্কান এই কোচ।

আসন্ন ইংল্যান্ড সিরিজ দিয়ে শুরু হচ্ছে হাথুরুর দ্বিতীয় অধ্যায়। তার আগে সোমবার দিবাগত রাত ১০টা ৪০ মিনিটে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবনদরে পৌঁছানোর কথা রয়েছে তার।

এর আগে ২০১৪ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত টাইগারদের প্রধান কোচের দায়িত্ব পালন করেছেন হাথুরুসিংহে। তার আমলে মাঠের ক্রিকেটে সাফল্য আসলেও সিনিয়র ক্রিকেটারদের সঙ্গে দ্বন্দ্বসহ মাঠের বাইরে জন্ম

দিয়েছিলেন অনেক সমালোচনার। ক্রিকেটারদের কাছেও হাথুরু ছিলেন কড়া ‘হেডমাস্টার’।

এবার রাসেল ডোমিঙ্গো পদত্যাগ করার পর থেকেই জাতীয় দলের জন্য নতুন কোচ খুজতে গিয়ে ফের সেই হাথুরুসিংহের শরণাপন্নই হলো বিসিবি।

ঢাকায় পা রেখেই ইংল্যান্ড সিরিজের দল নিয়ে প্রস্তুতি শুরু করতে হবে হাথুরুসিংহকে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে আর তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিইরজ সামনে রেখে ২২ ফেব্রুয়ারি থেকেই জাতীয় দলের ক্যাম্প শুরু করার কথাও রয়েছে।

সূত্র: ইত্তেফাক

দামুড়হুদার জুড়ানপুরে ভাষা দিবস ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

দামুড়হুদার উপজেলার বিষ্ণুপুরে ১৬ টি দলের অংশগ্রহণে ভাষা দিবস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট-২০২৩ উদ্বোধন করা হয়েছে। শনিবার বিকাল ৩টায় বিষ্ণুপুর ফুটবল মাঠে,বিষ্ণুপুর ক্রিকেট দলের আয়োজনে উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিষ্ণুপুর ২নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ সভাপতি মতিয়ার রহমান মন্টুর সভাপতিত্বে, চুয়াডাঙ্গা জেলা জর্জ কোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর(পিপি) এ্যাডভোকেট রফিকুল আলম রান্টু খেলার উদ্বোধন করেন।
এসময় উপস্থিত ছিলেন,দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান, দামুড়হুদা উপজেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান সন্টু মাস্টার, প্যানেল চেয়ারম্যান ও ২নং ওয়ার্ড ইউপি সদস্য আল মাহমুদ আসলাম, ২নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ সাধারণ সম্পাদক গোলাম ছারোয়ার নান্নু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক

ইদ্রিস আলী, যুবলীগ নেতা শেখ শাখাওয়াত হোসেন। খেলায় সার্বিক সহযোগিতায় সাদা, শাফিন, সোহেল, সুজন, বিপুল, শিপন, জুয়েল, আবু সাইদ রতন, বিপুল, আকাশ, তুসার, ইকবাল, সজিব, সাজিদ, আক্তার।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন বঙ্গবন্ধু ছাত্র পরিষদ দামুড়হুদা উপজেলার সাধারণ সম্পাদক সারাফায়েত হোসেন বাবু।

উদ্বোধনী ম্যাচে মেহেরপুরের রাজনগর ও শিবপুর একাদশ অংশগ্রহণ করে। টসে জিতে শিবপুর একাদশ ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয়,শিবপুর একাদশের রনির ঝড়ো অর্ধশতকে নির্ধারিত ১৪ ওভার শেষে ৮ উইকেট হারিয়ে ১২৩ রান সংগ্রহ করে। ১২৪ রানের লক্ষ্য নিয়ে রাজনগর একাদশ সবকয়টি উইকেট হারিয়ে ১২১রান সংগ্রহ করে ফলে শিবপুর একাদশ ৩ রানে জয়লাভ করে। ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হন শিবপুর একাদশের রনি। প্রিন্স ট্রেডার্সের পক্ষ থেকে তাকে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ ও মঞ্জুরুলের সৌজন্যে সেরা সিক্সার পুরুষ্কার দেয়া হয়। ম্যাচে আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মশিউর রহমান তুষার ও মিলন হোসেন ও শিপন আলী। ধারাভাষ্য প্রদান করেন শেখ সাদায়েত ও জিয়া হায়দার।

চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলসহ ৫ খেলোয়াড়ের পুরস্কারে সমাপ্ত নবম আসর

ফাইনালের মধ্য দিয়ে বৃহস্পতিবার শেষ হলো বিপিএল নবম আসর। টুর্নামেন্টের ফাইনালে সিলেটকে ৭ উইকেটে হারিয়ে চতুর্থবারের মতো শিরোপা জিতে নেয় কুমিল্লা।

মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বিপিএল নবম আসরের সমাপনী দিন দেওয়া হয়েছে ৩ কোটি ২৮ লাখ টাকার পুরস্কার।

চ্যাম্পিয়ন হিসেবে কুমিল্লা পেয়েছে ২ কোটি টাকা। আর রানার্স আপ হিসেবে সিলেট পেয়েছে ১ কোটি টাকা।

পুরো আসরে দারুণ খেলে প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট হয়েছেন নাজমুল হোসেন শান্ত। পুরো আসরে ৪ ফিফটিতে ৫১৬ রান করে তিনি পেয়েছেন ১০ লাখ টাকা। আসরের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের পুরস্কার ৫ লাখ টাকাও জিতেছেন তিনি।



ফাইনালে ৫২ বলে সাত চার আর ৫টি ছক্কার সাহায্যে ৭৯ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলে ফাইনালের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার হিসেবে ৫ লাখ টাকা নিজের করে নিয়েছেন জনসন চার্লস।

সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি হিসেবে ৫ লাখ টাকা পুরস্কার যৌথভাবে পেয়েছেন চ্যাম্পিয়ন দলের তানভির ইসলাম ও তৃতীয় হওয়া রংপুর রাইডার্সের হাসান মাহমুদ। ১২ ম্যাচে ১৭ উইকেট নিয়েছেন কুমিল্লার বাঁহাতি স্পিনার। হাসান ১৪ ম্যাচে পেয়েছেন সমান উইকেট।

সেরা ফিল্ডারের পুরস্কার জিতেছেন রানার্স-আপ দলের মুশফিকুর রহিম। উইকেটের পেছনে ১৪টি ডিসমিসালের সৌজন্যে ৩ লাখ টাকা পেয়েছেন তিনি।

সূত্র: যুগান্তর

সিলেটকে হারিয়ে বিপিএলে চতুর্থ শিরোপা জিতল কুমিল্লা

সিলেট স্ট্রাইকার্সকে ৭ উইকেটে হারিয়ে বিপিএলে চতুর্থবারের মতো শিরোপা জিতল কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স।

দলের শিরোপা জয়ে ৫২ বলে ৭টি চার আর ৫টি ছক্কার সাহায্যে ৭৯ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলে দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দেন কুমিল্লার ক্যারিবীয় তারকা ব্যাটসম্যান জনসন চার্লস।

দলের জয়ে ১৭ বলে ২ চার আর এক ছক্কায় অপরাজিত ২৫ রান করেন মঈন আলী। এছাড়া ৩৯ বলে ৯টি চার আর একটি ছক্কার সাহায্যে ৫৫ রান করেন দেশের তারকা ওপেনার লিটন কুমার দাস।

বৃহস্পতিবার মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ফাইনালে টস জিতে আগে ফিল্ডিং করে কুমিল্লা।

টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২৬ রানে ২ উইকেট হারিয়ে বিপাকে পড়ে যায় সিলেট। এরপর নাজমুল হোসেন শান্ত ও মুশফিকুর রহিমের ৫৬ বলের ৫৯ রানের জুটিতে বড় স্কোর গড়ার পূঁজি পায় তারা।

২ উইকেটে ১৩৪ রান করা সিলেট পরের ৩০ রানের ব্যবধানে হারায় ৫ উইকেট। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট পতনের কারণে ১৭৫ রানে ইনিংস গুটায় সিলেট। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৭৪ ও ৬৪ রান করে করেন মুশফিক ও শান্ত।

টার্গেট তাড়া করতে নেমে ৩.১ বলে ৩৪ রানে ২ উইকেট হারায় কুমিল্লা। তৃতীয় উইকেটে জনসন চার্লসের সঙ্গে ৫৭ বলে ৭০ রানের জুটি গড়েন ওপেনার লিটন কুমার দাস। তাদের এই জুটিতে জয়ের পথে এগিয়ে যায় কুমিল্লা।

৫৫ রান করে লিটন আউট হলে মঈন আলীর সঙ্গে জুটি গড়েন জনসন। এই জুটিতে ৪০ বলে অনবদ্য ৭২ রান করে ৪ বল আগেই দলের শিরোপা নিশ্চিত করেন তারা।

মুজিবনগরে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের মুজিবনগরে দিনব্যাপী উপজেলা পর্যায়ের জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতা (ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক, বিষয়ভিত্তিক কুইজ ও কাবিং) ২০২৩ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের আয়োজনে, উপজেলা পরিষদ চত্বরে অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীতের তালে তালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস জাতীয় পতাকা এবং উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো:আলাউদ্দীন

ক্রীড়া পতাকা উত্তোলন করেন।

পতাকা উত্তোলন শেষে দিনব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আলাউদ্দীন,উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা,যোদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান আলী খাঁন, উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধানগণ ও অন্যান্য শিক্ষক,শিক্ষিকা মন্ডলী।

প্রতিযোগিতায় অনুষ্ঠিতব্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় নৃত্য, সংগীত, হাতের লেখা, মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক অভিনয়সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলার ৩৮ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ৫৪ টি ইভেন্টে ৮০ জন শিক্ষার্থী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।
প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে কার বিতরণ করা হয়।

কুমিল্লার জয়রথ থামিয়ে শিরোপা জিততে উন্মুখ সিলেট

বিপিএলের সবচেয়ে সফল অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তুজার নেতৃত্বে প্রথমবারের মত টুর্নামেন্টটির শিরোপা জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী সিলেট স্ট্রাইকার্স।

মিরপুরের শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বিপিএলের নবম আসরের ফাইনালে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লার ভিক্টোরিয়ান্সের মুখোমুখি হবে প্রথমবার ফাইনালে ওঠা সিলেট স্ট্রাইকার্স। বিপিএলের শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে নাগরিক টেলিভিশন।

অধিনায়ক হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেই শুধুমাত্র ঈর্ষনীয় রেকর্ড

নেই মাশরাফির। বিপিএলেও অধিনায়ক হিসেবে সেরা সাফল্য আছে তার। বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ চারবার বিপিএলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন মাশরাফি। প্রথম পাঁচ আসরের মধ্যে চারটিতে অধিনায়ক হিসেবে ট্রফি তুলে ধরেছেন ম্যাশ।

২০১২ ও ২০১৩ সালে বিপিএলের প্রথম দুই আসরে ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটর্সের হয়ে শিরোপা জেতেন মাশরাফি। এরপর ২০১৫ সালে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের হয়ে সেরার মুকুট মাথায় তোলেন দেশসেরা অধিনায়ক। পরবর্তীতে ২০১৭ সালে রংপুর রাইডার্সের অধিনায়ক হিসেবে চতুর্থবারের মত চ্যাম্পিয়ন হন মাশরাফি।

মাশরাফির পর অধিনায়ক হিসেবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দুইবার বিপিএলের শিরোপা জয় করেছেন ইমরুল কায়েস। ২০১৮ ও ২০২২ সালে কুমিল্লার হয়ে দু’বার শিরোপা জিতেছেন ইমরুল।

অধিনায়ক হিসেবে একবার করে বিপিএলের শিরোপা জিতেছেন সাকিব আল হাসান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের আন্দ্রে রাসেল। ২০১৬ সালে ঢাকা ডায়নামাইটসকে শিরোপার স্বাদ দেন সাকিব। একমাত্র বিদেশি অধিনায়ক হিসেবে ২০১৯ সালে রাজশাহী রয়্যালসকে শিরোপা এনে দেন রাসেল।

এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টের ফাইনালে কখনও হারেননি মাশরাফি। এজন্য প্রথমবারের মত ফাইনাল খেলার সুযোগ পাওয়া সিলেট মাশরাফির নেতৃত্বে শিরোপা জয়ের স্বপ্ন দেখছে।
প্লেয়ার ড্রাফটের পর শিরোপা দৌঁড়ের তালিকায় নাম না থাকলেও মাশরাফির নেতৃত্বে যেভাবে ফাইনালে উঠেছে তাতে শিরোপা জেতার ব্যাপারে বেশ আশাবাদী সিলেট।

অভিজ্ঞ ও তারুণ্যের সমন্বয়ে দল গড়েছিলো সিলেট। দলের তরুণ খেলোয়াড়দের বড় কোন টুর্নামেন্টে বলার মত সাফল্য ছিলো না। কিন্তু মাশরাফি ম্যাজিকে ম্যাচ জয়ী খেলোয়াড় হয়ে উঠেছেন তৌহিদ হৃদয়, জাকির হাসান, তানজিম হাসান সাকিবরা। দলকে ফাইনালে তুলতে বড় ভূমিকা রেখেছেন তারা।

তরুণদের এমন সাফল্য নিয়ে মাশরাফি বলেন, ‘আমার কোন জাদুর ছোঁয়া নেই, সব আল্লাহর রহমত। খেলোয়াড়রা তাদের সেরাটা খেলার চেষ্টা করেছে, তাই এমনটা হয়েছে।’

আগে চারবার ফাইনালে উঠে শিরোপা জিতলেও, নবম আসরের ফাইনাল নিয়ে সতর্ক মাশরাফি। তিনি জানান, এখন পর্যন্ত কোন ফাইনাল হারিনি বলে

এর মানে এই নয়, প্রতিটি ফাইনালেই জয়ী হব।

তিনি বলেন, ‘এটি ফাইনাল, আমরা কোন ঝুঁকি নিতে পারি না। মাশরাফি কোন ফাইনাল হারেনি এটি ভেবে আমরা আত্মতুষ্ট হতে পারি না। আমাদের সেরাটা দিতে হবে।’

ফাইনালে মাশরাফির দলের প্রতিপক্ষ কুমিল্লা দুর্দান্ত ফর্মে আছে। প্রথম তিন ম্যাচ হারের পর টানা ১০ ম্যাচে জয় পায় কুমিল্লা। এ সময় সিলেটকে দু’বার হারায় তারা। দ্বিতীয় লেগে ও প্রথম কোয়ালিফাইয়ারে জয় তুলে নিয়ে প্রথম দল হিসেবে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে কুমিল্লা।
মাশরাফির মতো কোন ফাইনালে হারেননি কুমিল্লার অধিনায়ক ইমরুল কায়েসও। যদিও দু’বার ফাইনাল ম্যাচ খেলেছেন তিনি।

মাশরাফি বলেন, ‘কুমিল্লা এই টুর্নামেন্টের সবচেয়ে ধারাবাহিক দল। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, আমরা তাদের বিপক্ষে কোন ম্যাচেই পারবো না। আমরা যদি আমাদের সেরা ক্রিকেট খেলি, এবং গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এগিয়ে থাকতে পারি তাহলে আমরা শিরোপা জিততে পারবো। কিন্তু আবারও বললাম, আমার কাছে কোন জাদুর ছোঁয়া নেই। ছেলেরা এখন পর্যন্ত ভালো খেলেছে এবং আমি চাই আর একটি ম্যাচের জন্য তারা আবারও জ্বলে উঠুক।’

এদিকে, কুমিল্লাও জানে টানা ১০ ম্যাচ জয়ের পরও একটি খারাপ দিন সব কিছু নষ্ট করে দিতে পারে। তারা আশা করছে, টুর্নামেন্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে কোন অঘটন না ঘটুক।

কুমিল্লার অধিনায়ক ইমরুল কায়েস বলেন, ‘আমরা আমাদের সেরাটা খেলার চেষ্টা করবো। আমরা এখন পর্যন্ত যেভাবে খেলেছি সেভাবে খেলতে পারলে আশা করি শিরোপা জিততে পারবো।’

আজ শিরোপা জিতলে, বিপিএলের সবচেয়ে সফলতম দলের তকমা পাবে কুমিল্লা। ঢাকা ফ্র্যাঞ্চাইজিকে সরিয়ে সফল ফ্র্যাঞ্চাইজি হবে কুমিল্লা। গ্ল্যাডিয়টর্স এবং ডায়নামাইটস নামে তিনবার শিরোপা জিতেছে ঢাকার ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।

সূত্র: ইত্তেফাক

দামুড়হুদায় জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের নবনির্বাচিত সভাপতি কে ফুলের শুভেচ্ছা

দামুড়হুদায় চুয়াডাঙ্গা জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন(ডিএফএ) নবনির্বাচিত সভাপতি এখলাছ উদ্দিন সুজন কে ফুলের শুভেচ্ছায় সিক্ত করলেন দামুড়হুদা ব্যাডমিন্টন ক্লাবের সদস্যরা। রাত ১০টার দিকে দামুড়হুদা শিল্পকলা একাডেমির সামনে নবনির্বাচিত সভাপতি কে ফুলের শুভেচ্ছা প্রদান করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা ব্যাডমিন্টন ক্লাবের সভাপতি হয়দার আলী, সহসভাপতি এ্যাড: নয়ন, সাধারণ সম্পাদক জনি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুমন, কোষাধক্ষ আব্দুল মোমিন, দপ্তর সম্পাদক রাসিব সহ ক্লাবের সদস্য বৃন্দ।

এসময় নবনির্বাচিত সভাপতি এখলাছ উদ্দিন সুজন বলেন চুয়াডাঙ্গা ফুটবলের হারানো ঐতিহ্য ফেরাতে নির্বাচিত কমিটি প্রতিশ্রুতি বদ্ধ।

চুয়াডাঙ্গায় ঝিনুক মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

আনন্দ ঘন পরিবেশের মাধ্যমে সম্পূর্ণ হলো ঝিনুক মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরুষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠান।

বুধবার চুয়াডাঙ্গা ঝিনুক মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সভাপতি চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার সাবেক মেয়র ও চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ওবাইদুর রহমান চৌধুরীর সভাপতিত্বে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

এ সময় তিনি বলেন, নতুন প্রজন্মকে দেশ ও জাতীয় চেতনার সাথে সম্পৃক্ত করতে তাদেরকে পরিপূর্ণভাবে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি চেতনায় গড়ে তুলতে হবে। আমাদের তরুণরা খেলাধুলা ও সংস্কৃতি চর্চায় উৎকর্ষতা অর্জনের মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হবার মতো বিজয় অর্জন করবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মঞ্জু, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আবু তারেক, চুয়াডাঙ্গা জেলা শিক্ষা অফিসার আতাউর রহমান সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক সহ ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে পতাকা উত্তোলন ও বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উৎসব শুরু হয়। দলগত ডিসপ্লে পর বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ইভেন্টের মধ্যে ছিল, চকলেট দৌড়, রিলে দৌড়, যেমন খুশি তেমন সাজো, স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, অতিথি ও অভিভাবকদের জন্য বালিশ খেলা ও পুরুষ্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ ভারতে

এবছর সাফ (সাউথ এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশন) চ্যাম্পিয়নশিপ ভারতেই হচ্ছে। নেপাল যে আবেদন করেছিল সেটি অনুমোদন হয়নি। কারণ সাফের নতুন মার্কেটিং প্রতিষ্ঠানের চাওয়া আগামী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ ভারতে হোক। সরাসরি বলতে গেলে, দুবাইভিত্তিক স্পোর্টস পার্টনার ইন্টারন্যাশনাল নামের মার্কেটিং প্রতিষ্ঠানের শর্ত অন্তত ভারতে তাদের প্রথম টুর্নামেন্টটা হতে হবে। এটা নাকি সবাই মেনে নিয়েছে। গতকাল সাফের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ভার্চুয়াল মিটিংয়ে ভারত,

পাকিস্তান, ভুটান, নেপাল, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপের ফুটবল কর্মকর্তারা হাজির ছিলেন।

মার্কেটিং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ২০২৩ থেকে ২০২৯ সাল পর্যন্ত সাফের চারটি আসর আয়োজনে মার্কেটিংয়ের দায়িত্বে থাকবে দুবাই ভিত্তিক স্পোর্টস পার্টনার ইন্টারন্যাশনাল। প্রথম আসর, যেটি ভারতে হবে, আগামী ২০ জুন শুরু হবে। সেই সাফের জন্য ১ মিলিয়ন ডলার খরচ করবে। পরের সাফের খেলাগুলোর জন্য দেড় মিলিয়ন ডলার করে পাবে সাফ।

বাকি তিনটি সাফের খেলা হওয়ার কথা রয়েছে হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ভিত্তিক পদ্ধতিতে। ভারত এটিতে আপত্তি জানিয়েছে। এই পদ্ধতিতে খেলা হতে হলে সময় বেশি লাগবে। টুর্নামেন্ট লম্বা হয়ে যাবে। সাফের সম্পাদক আনোয়ারুল হক হেলাল জানিয়েছেন, যেহেতু এবছরের পরের সাফ হতে আরো দুই আড়াই বছর সময় লাগবে। তাই অন্যান্য দেশগুলো বিষয়টি নতুন করে ভেবে দেখবে।

তিনি বলেন, ‘হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে পদ্ধতিতে সব দেশ একমত হলে তবে খেলা হবে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আছে।’ আসছে জুনের সাফ ভারতের কোথায় হবে সেটি চূড়ান্ত হয়নি। তবে ১০ মার্চের মধ্যে ভেন্যু চূড়ান্ত করবে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। ভারতের সাফে খেলতে হলে পাকিস্তানকে ভারতে আসতে হবে। দুই দেশের রাজনৈতিক বিষয়টা গতকালকের সাফের সভায় উঠেছিল। আনোয়ারুল হক হেলাল জানিয়েছেন, ভিসা জটিলতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পাকিস্তান সাফে খেলতে ভারতে যাবে। ভারত বলেছে তারা ভিসা অ্যারেঞ্জ করবে।’

সূত্র : ইত্তেফাক